গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
প্রশাসন-৩ শাখা

সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট সেপ্টেম্বর, ২০২১-এর বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মোকাব্বির হোসেন সচিব
সভার তারিখ	১৬ সেপ্টেম্বর ২০২১
সভার সময়	সকাল ১০.২০-১১.২০ মিনিট
স্থান	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা ও স্বাগত জানিয়ে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। সভাপতি বলেন, বিভাগীয় কমিশনারবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে সরকারের সকল কর্মসূচি ও উন্নয়ন কর্মকান্ড তদারকি ও সমন্বয়ের দায়িত্বের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়োজিত রয়েছেন। বিভাগীয় কমিশনারগণের সার্বিক সহযোগিতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তরসমূহের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভার আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ উপস্থাপন করার জন্য তিনি অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ)-কে অনুরোধ করেন।

অতঃপর অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত এ বিভাগের অধীন অধিদপ্তর প্রধান ও বিভাগীয় কমিশনারগণ জনগণকে প্রদত্ত সেবার মানন্নোয়ন ও গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য প্রদান করেন। বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

২।বিগত সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়িকরণ: গত ২১ মার্চ ২০২১-এ অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। অধিদপ্তরওয়ারি আলোচনা :

ক. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

ক্র	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে

ক	**মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ** **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:** অক্টোবর, ২০২০ হতে আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ৪,৪৯৯টি মাদকবিরোধী সভা/সেমিনার/ওয়ার্কসপ ও ১০৪টি স্থানে মাদকবিরোধী ফিলার প্রদর্শন করা হয়েছে; ● আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত সারা দেশে মোট ৩১,১৬৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১,০৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন করা হয়েছে।কমিটিগুলোর কার্যক্রম সক্রিয় করার লক্ষ্যে পাইলটিং হিসেবে প্রতি উপজেলা/থানার ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ২০ হাজার টাকা করে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ● অক্টোবর, ২০২০ হতে আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত ৩,২৬৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাসে মাদকবিরোধী বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। ● মানবদেহে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্বলিত ৪০,০০০টি ফেস্টুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ; ● বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান, এ বিষয়ে কার্যক্রম চলমান আছে।	১) মাদকের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে মাদকবিরোধী সভা-সমাবেশ, সেমিনার, এবং যে সকল জায়গায় জনসমাগম বেশি যেমন, রেল স্টেশন, গুরুত্বপূর্ণ মোড় ইত্যাদি স্থানে সাইনবোর্ড, এলইডিবিলবোর্ড স্থাপন ও টিভি ফিলার প্রদর্শন এবং মাদকের ক্ষতিকর দিকসমূহের উপর নির্মিত ফেস্টুন, ব্যানার এবং ডিজিটাল বিলবোর্ড দৃশ্যমান স্থানে স্থাপনপূর্বক প্রচারণামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; ২)শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনলাইন ক্লাস চলাকালীন মাদকবিরোধী শ্রেণিবক্তৃতা, মাদকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে শর্টফিল্ম বা ছোট ছোট ভিডিও ক্লিপস দেখানো অব্যাহত রাখতে হবে। ৩)মাদকমামলা দায়েরকালে শুধু মাদকগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু না করে, এর সাথে জড়িত মাদক সরবরাহকারী, মাদকপাচারকারী ও মাদকব্যবসায়ীর বিরুদ্ধেও যেন মামলা দায়ের করা হয় সে ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। ৪) মাদক গ্রহণের ফলে মানব দেহে মাদকের প্রভাব ও এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে; বিশেষ করে, কিডনী, হার্ট, স্মৃতিশক্তি ও মানুষের জীবনীশক্তি ইত্যাদি নষ্ট করে; এসকল কুফল সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পেইন আয়োজন করতে হবে।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান

<table>
<tr>
<td>খ</td>
<td>
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮-এর প্রচার, মোবাইল কোর্ট এবং টাস্কফোর্স অভিযান পরিচালনা :

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর : জুন, ২০২১ হতে আগস্ট, ২০২১ পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান:

<table>
<tr><th>সময়</th><th>অভিযান</th><th>মামলা</th><th>আসামি</th></tr>
<tr><td>জুন, ২০২১</td><td>৬৩৫৩</td><td>১৪১০</td><td>১৪৯১</td></tr>
<tr><td>জুলাই, ২০২১</td><td>৪৪১০</td><td>৮৬৯</td><td>৯২৭</td></tr>
<tr><td>আগস্ট, ২০২১</td><td>৬৪৯৩</td><td>১৬১৮</td><td>১৭৬৬</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৭২৫৬</td><td>৩৮৯৭</td><td>৪১৮৪</td></tr>
</table>
“ডোপ টেস্ট বিধিমালা ২০২১” অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত বর্ণিতমতে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা প্রচার করা সমীচীন হবে না মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। এরা উল্লেখ্য যে, “মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ ডোপ টেস্ট প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্পে বিষয়টি ইতোমধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগ্রাম : আগস্ট, ২০২১-এ ৭৯টি অভিযান পরিচালনা করে ১৩৭টি মামলা দায়েরের মাধ্যমে ৪৮ হাজার ৬৩০ টাকা জরিমানা আদায়সহ ৫২ জনকে অর্থদণ্ড, ৭২ জনকে কারাদন্ড ও ১১২ জনকে উভয়দণ্ড প্রদান করা হয়।

অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান, এতদবিষয়ে অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ কার্যক্রম চলমান আছে ।
</td>
<td>১)মাদকের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে;

২)মাদককারবারীরা শাস্তিশেষে পুনরায় যেন একই কারবারে সংশ্লিষ্ট হতে না পারে সে মর্মে ডাটাবেজ প্রণয়নপূর্বক নজরদারির ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) সকল শ্রেণির সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সময় বিদ্যমান ব্যবস্থার সাথে ‘ডোপ টেস্ট’ অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে প্রচার অব্যাহত রাখতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
<tr>
<td>গ</td>
<td>
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রঃ

সিলেট বিভাগীয় শহরে অধিদপ্তরের বিদ্যমান ৩য় তলা ভবনের ৪র্থ তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবকাঠামের নির্মাণের অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে।
রাজশাহী বিভাগীয় শহরে অধিদপ্তরের বিদ্যমান ৩য় তলা ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
বরিশাল বিভাগীয় শহরে অধিদপ্তরের বিদ্যমান ৩য় তলা ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং এতদবিষয়ক অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
চট্রগ্রাম টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণ কাজের প্রাক্কলিত ব্যয় ডিপিপি এর তুলনায় বেশী হওয়ায় ডিপিপি সংশোধন করার কারণে টেন্ডার আহ্বান করা সম্ভব হয়নি। সংশোধিত আরডিপিপি বিগত ২৫ নভেম্বর ২০20 তারিখে অনুমোদন হওয়ায় টেন্ডার আহ্বানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

</td>
<td>১) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট ও চট্রগ্রাম) টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পটি গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্নের জন্য বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা প্রশাসকগণকে উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।

৩) মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর যেন কোনভাবেই লাইসেন্স ব্যতীত মানসিক চিকিৎসা প্রদান কার্যক্রম চালু করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৪)লাইসেন্স প্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন অব্যাহত রাখা এবং স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অনুবিভাগ প্রধান ।</td>
</tr>
</table>

খ.ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী

ক.	**অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও প্রতিরোধে গণসচেতনতা জোরদারকরণ;** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর:** আগস্ট,২০২১ পর্যন্ত ৪৭ হাজার ৭৫৫ জন স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণসহ তাদের তথ্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী:** প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় ক্যাপাসিটি ও ভলান্টিয়ারের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ তাদের তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হচ্ছে। **অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** এতদ্বিষয়ে অন্যান্য বিভাগেও অনুরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।	১)এলাকাভিত্তিক স্কুল-কলেজে অগ্নিনিরোধ সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি ও দুর্ঘটনা প্রতিরোধে নিয়মিত মহড়া অনুষ্ঠান অব্যাহত রাখতে হবে; ২)প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধির তালিকা ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান
খ.	**দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহিগর্মন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন :** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর:** ● এ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রতিটি জেলায় ১টি ডুবুরি ইউনিট গঠনের নিমিত্ত ৩৮৪টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হলে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সম্মতিকৃত ২৫৬টি পদ হতে অর্থ বিভাগ প্রতিটি বিভাগীয় শহরে ১টি করে ডুবুরি ইউনিট গঠনের লক্ষ্যে ৩২টি (৮টি ড্রাইভার ও ২৪টি ডুবুরি) পদ সৃজনে সম্মতি জ্ঞাপন করে। ● বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান যে, বিভাগসমূহেও অনুরূপ কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।	১)দেশের সকল স্তরে অগ্নিনির্বাপণ, জরুরি উদ্ধার, জরুরি বহিগর্মন ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক প্রশিক্ষণ/ফায়ার ড্রিল এর আয়োজন করা” মন্ত্রিসভা বৈঠকের এ সিদ্ধান্ত মোতাবেক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে; ২)নদীমাতৃক বাংলাদেশে নৌ-দুর্ঘটনায় জরুরি উদ্ধারকল্পে শক্তিশালী ডুবুরি ইউনিট গঠন করার লক্ষ্যে অর্থ বিভাগের সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার(সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

<table>
<tr>
<td>গ.</td>
<td>জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা;
<table>
<tr><th>জেলার নাম</th><th>মামলা নং</th><th>কোর্টের নাম</th></tr>
<tr><td>নবাবগঞ্জ, ঢাকা</td><td>রিট পিটিশন নং-৭৩২৭/৭৩২৮/১০</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>নকলা, শেরপুর</td><td>মামলা নং-১৪/২০০৬</td><td>জেলা জজকোর্ট, শেরপুর</td></tr>
<tr><td>পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম</td><td>রিট পিটিশন নং-১১৮৪৪/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>মহালছড়ি, খাগড়াছড়ি</td><td>রিট পিটিশন নং-৩৮৪/২০১৭</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>চৌহালী, সিরাজগঞ্জ</td><td>রিট পিটিশন নং-১৪৬/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>পাইকগাছা, খুলনা</td><td>রিট পিটিশন নং-৭০৫৮/২০১৩</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
<tr><td>বরিশাল সদর</td><td>রিট পিটিশন নং-৩৭৯৭/২০১৫</td><td>মহামান্য হাইকোর্টে</td></tr>
</table>
</td>
<td>১)সংশ্লিষ্ট বিভাগে জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি/বিকল্প জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম অগ্রাধিকারভিত্তিতে সম্পন্ন করতে হবে।

২)সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>ঘ</td>
<td>
ফায়ার সার্ভিস স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের তালিকা:
<table>
<tr><td>১.</td><td>ঢাকা-১টি</td><td>গাজীপুর-১টি</td><td>রাজেন্দ্রপুর</td></tr>
<tr><td rowspan="2">২.</td><td rowspan="2">চট্টগ্রাম-৪টি</td><td>চট্টগ্রাম-২টি</td><td>ভাটিয়ারী, হালিশহর</td></tr>
<tr><td>কুমিল্লা ২টি</td><td>দেবিদ্বার, নাঙ্গলকোট</td></tr>
<tr><td>৩.</td><td>খুলনা-১টি</td><td>কুষ্টিয়া-১টি</td><td>দৌলতপুর</td></tr>
<tr><td rowspan="2">৪.</td><td rowspan="2">বরিশাল-২টি</td><td>বরিশাল ১টি</td><td>আগৈলঝাড়া</td></tr>
<tr><td>পটুয়াখালী-১টি</td><td>দুমকী</td></tr>
<tr><td>৫.</td><td>সিলেট-২টি</td><td>সিলেট-২টি</td><td>সিলেট সদর, বালাগঞ্জ</td></tr>
<tr><td>৬.</td><td>রংপুর-১টি</td><td>কুড়িগ্রাম</td><td>ভূরুঙ্গামারী</td></tr>
</table>

খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি স্থল কাম নদী ফায়ার স্টেশনের মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন চলমান থাকায় জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। রীটি পিটিশন শুনার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।
প্রস্তাবিত ‘‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি” স্থাপনের জন্য ১০০.৯২ একর জমি অধিগ্রহণ চূড়ান্ত করা হয়েছে। ক্ষতিপূরণ মূল্য ২৫০.৯৬৪ কোটি টাকা জেলা প্রশাসক, মুন্সিগঞ্জ বরাবর ন্যাস্থ করা হয়েছে। আধুনিক ‘‘বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি” স্থাপনের জন্য প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

বিভাগীয় কমিশনার, ময়মনসিংহ : নতুন করে ৩২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের মধ্যে ময়মনসিংহবিভাগের ময়মনসিংহ জেলায় ৬টি রহমতপুর বাইপাস-ময়মনসিংহ, আকুয়া ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড-ময়মনসিংহ, শম্ভুগঞ্জ বাজার-ময়মনসিংহ, গফরগাঁও-পাগলা-ময়মনসিংহ, তারাকান্দা-ময়মনসিংহ, ঈশ্বরগঞ্জ-মধুপুর-ময়মনসিংহ এবং জামালপুর জেলায় ২টি নরুন্দী বাজার-জামালপুর, তারাকান্দি-জামালপুর মোট ৮টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি নির্বাচন প্রক্রিয়াধীন।
</td>
<td>
১) টেবিল ‘ঘ’-এ বর্ণিত ফায়ার স্টেশনসমূহের ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

২) খাগড়াছড়িতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের জমি সংক্রান্ত সমস্যাটি অতি দ্রুত সমাধান করতে হবে।

৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা ও কর্মসম্পাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে আধুনিক প্রশিক্ষণ একাডেমি ৪ ধারা নোটিশ ইস্যু করার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে দাপ্তরিক ও ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।

৪) ময়মনসিংহবিভাগের ময়মনসিংহ জেলায় ৬টি রহমতপুর বাইপাস-ময়মনসিংহ, আকুয়া ফুলবাড়িয়া বাসস্ট্যান্ড-ময়মনসিংহ, শম্ভুগঞ্জ বাজার-ময়মনসিংহ, গফরগাঁও-পাগলা-ময়মনসিংহ, তারাকান্দা-ময়মনসিংহ, ঈশ্বরগঞ্জ-মধুপুর-ময়মনসিংহ এবং জামালপুর জেলায় ২টি নরুন্দী বাজার-জামালপুর, তারাকান্দি-জামালপুর মোট ৮টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য জমি নির্বাচন কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।
</td>
<td>মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনারগণ/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
</table>

ঙ.	**স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন;** **ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর** : ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে ৪টি প্রকল্প গ্রহণের নিমিত্ত ডিপিপি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী**: সিরাজগঞ্জ জেলার সায়দাবাদে একটি স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ডিপিপি প্রণয়ন স্বাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। **বিভাগীয় কমিশনার ময়মনসিংহ** : ময়মনসিংহ বিভাগে যে সকল গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ফায়ার স্টেশন নেই অথচ ফায়ার স্টেশন প্রয়োজন সে সকল এলাকার মধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় ৪টি (মল্লিকবাড়ী মোড়, ভালুকা; কালীবাড়ী, মুক্তাগাছা; চেচুয়া বাজার, মুক্তাগাছা; রায়মনি মোড়, ত্রিশাল); নেত্রকোণা জেলায় ৩টি (শ্যামগঞ্জ বাজার, রামপুর বাজার, নেত্রকোণা বাজার); জামালপুর জেলায় ২টি (নান্দিনা বাজার, বিসিক মোড়) এবং শেরপুর জেলায় ২টি (খোয়ারপাড় মোড়, সূর্যদী বাজার) নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, হবিরবাড়ীস্থ মাস্টার বাড়ী, ভালুকা ময়মনসিংহে ১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার রংপুর** : দিনাজপুর জেলার ফুলহাট ও দশমাইল নামক স্থানে স্যাটালাইট ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প গ্রহণের জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা:** ফরিদপুর জেলায় নতুন করে ৩টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে।	১.ময়মনসিংহ বিভাগে স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জন্য ৪টি জেলায় স্থান নির্বাচন করা হয়েছে; ১.স্টেশন রোড, ময়মনসিংহ ২. চড়পাড়া, ময়মনসিংহ ৩. আঠারবাড়ী, ঈশ্বরগঞ্জ ৪. কালিবাড়ি, মুক্তাগাছা ৫. পারলা বাসস্টেন্ড, নেত্রকোণা ৬. শ্যামগঞ্জ বাজার, নেত্রকোণা ৭. মিলন বাজার, মদন ৮. আদর্শ নগর (চেচড়াখালী), মোহনগঞ্জ ৯. বাইপাস মোড়, জামালপুর ১০. দিকপাইক সদর, জামালপুর ১১. ঝগড়ারচর বাজার, শেরপুর-এ স্যাটেলাইট ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে ; ২.ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন নেই অথচ স্টেশন প্রয়োজন এমন এলাকায় ফায়ার স্টেশন স্থাপনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)/অগ্নি অনুবিভাগ প্রধান

গ কারা অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
ক.	**কারাগার পরিদর্শন:** **কারা অধিদপ্তর:** জুন ও জুলাই, ২০২১-এ কারা উপমহাপরিদর্শক কর্তৃক ২৩টি, বিজ্ঞ সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ ৪টি এবং বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ৮১টি কারাগার এবং বেসরকারি কারা পরিদর্শকগণ কর্তৃক ৯টি কারাগার পরিদর্শন করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে।	১)নিয়মিত কারাগার পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে বিভাগীয় কমিশনারগণ কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

খ.	**কারাবন্দি দের হাসপাতালে অবস্থান :** **কারা অধিদপ্তর :** ● ০১.০৯.২০২১-এ কারাগারে আটক বন্দির সংখ্যা ৮৩,৩৩২ জন। তন্মধ্যে, কারাগারের বাহির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন কয়েদি/হাজতি বন্দিদের আগস্ট, ২০২১-এ ২য় পাক্ষিক অনুসারে ৭৩ জন বন্দি চিকিৎসাধীন রয়েছে। ● কারা মহাপরিদর্শক মে ২০২১-এ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জ, জুলাই ২০২১ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার কেরাণীগঞ্জ ও কাশিমপুর সকল কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে তিনি হাসপাতালে ভর্তিরত বন্দিদের খোঁজ খরব নেন। ● **অন্যান্য বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে।	১. সিভিল সার্জনকে সংগে নিয়ে কারাগার আকস্মিক ভিজিট অব্যাহত রাখতে হবে; পরিদর্শনের সময় সিভিল সার্জন এর সহায়তায় দৈবচয়ন পদ্ধতিতে কারাভ্যন্তরে এবং কারাগারের বাইরের হাসপাতালে ভর্তিকৃত কারাবন্দিদের শারিরীক অবস্থার খোঁজ-খবর নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার যৌক্তিকতা যাচাই কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

গ.	**কারাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণ :** **কারা অধিদপ্তর :** •খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি কারাগারের অনুকূলে স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য কারা কর্তৃপক্ষ নিয়মিতভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে। •মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য জমি অধিগ্রহণের এল এ প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। এলএ প্রাক্কলন মোতাবেক সমুদয় টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসক কর্তৃক কারা কর্তৃপক্ষকে জমি বুঝিয়ে দেয়া হবে। •মৌলভীবাজার জেলা কারাগারে জমি অধিগ্রহণের এল এ প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। এল এ প্রাক্কলন মোতাবেক সম্পূর্ণ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এখন জেলা প্রশাসক জমি বুঝিয়ে দিবেন। বিভাগীয় কমিশনার, চট্রগাম : খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলাকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।	১.খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারের প্রস্তাবিত ১১.৫৪ একর জমি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রদানের জন্য চলমান বন্দোবস্তী মামলার ব্যাপারে কার্যকরি ব্যবস্থা গ্রহণের পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগত ও দাপ্তরিক যোগাযোগ রাখতে হবে। ২. মৌলভীবাজার জেলা কারাগারের জন্য ৩.০৩ একর জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজারকে বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার,চট্টগ্রাম, সিলেট/ কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঘ.	**কারাগারের খাদ্যের মান তদারকিকরণ:** **কারা অধিদপ্তর :** খাদ্যের মান নিশ্চিত করা হচ্ছে মর্মে সকল বিভাগীয় কারা উপমহাপরিদর্শক-এর নিকট হতে আগস্ট, ২০২১ এর প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। **বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট :** বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা কারাগার পরিদর্শনসহ নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। **বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে।	১. খাদ্যের মান স্বাভাবিক রাখতে নিয়মিত মনিটরিং কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। ২.কারা ক্যান্টিনসমূহের মূল্য তালিকা ও খাবারের মানের উপর নজরদারি আরো বৃদ্ধি করতে হবে।	বিভাগীয় কমিশনার(সকল) /কারা মহাপরিদর্শক/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

ঙ.	**কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন:** **কারা অধিদপ্তর :**৭৩টি (পুরাতন ৫টিসহ) কারাগারের মধ্যে ৪০টি কারাগারের জমি কারা কর্তৃপক্ষের নামে রেকর্ডভুক্ত। অপর ৩৩টি কারাগারের মধ্যে ৯টি কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য দায়েরকৃত মামলা চলমান রয়েছে। ২৪টি কারাগারের জমি কারাগরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার লক্ষ্যে মামলা দায়ের করার জন্য কাগজপত্র সংগ্রহের কাজ চলছে। কাগজপত্র সংগ্রহের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও বিভাগীয় কমিশনার এর সহযোগিতা প্রয়োজন। •৯টি (মাদারীপুর-২, ময়মনসিংহ, মৌলভীবাজার, খাগড়াছড়ি, চাঁদপুর, রাজশাহী, কিশোরগঞ্জ-২ ও শরীয়তপুর) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে মামলা চলমান রয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা :** শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমি বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, শরীয়তপুর-এর নামে রয়েছে। কারাগারের অনুকূলে নামজারিকরণের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক শরীয়তপুর জানিয়েছেন। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর জানিয়েছেন, অধিগ্রহণকৃত জমির নামজারির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম :** চাঁদপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দায়েরকৃত বিদ্যমান মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট চাঁদপুরকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান, নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে।**	১.কারাগারের নামে অধিগ্রহণকৃত জমির রেকর্ড সংশোধন এর জন্য সংশ্লিষ্ট কারা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দায়েরকৃত দেওয়ানী মামলাসমূহ জেলা প্রশাসক কর্তৃক তদারকিপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে; ২.৪টি (মাদারীপুর, মৌলভীবাজার, চাঁদপুর ও রাজশাহী) কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের বিষয়ে দেওয়ানি মামলা দায়ের সম্পন্ন হয়েছে। শরীয়তপুর জেলা কারাগারের জমির রেকর্ড সংশোধনের গেজেট জারির অপেক্ষায় রয়েছে। এসকল কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
চ.	**অবৈধভাবে দখলকৃত কারাগারের জমি উদ্ধার;** **কারা অধিদপ্তর :** মামলা নিষ্পত্তি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। •সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার-২ (পুরাতন কারাগার) এর জমির বিষয়ে মহামান্য হাইকোর্টে দায়েরকৃত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে মহামান্য আদালতের সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। •নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। •উক্ত জমির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কারা	১)চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের আরপি গেইট সংলগ্ন সীমানা প্রাচীর সংক্রান্তে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ আদালতে মামলা, শরীয়তপুর জেলা কারাগারের ৩০০ ফুট সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্ত মহামান্য সুপ্রীম কোর্টে দায়েরকৃত লিভ টু আপিল মামলা, ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগারের জমি সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে হবে; ২)সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের ৮৮ শতাংশ জমি পৌর বিপনী মার্কেট এবং ৩.৬১৮৮ একর-এর পুকুর (ধোপাদীঘি) সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক লিজ দেওয়ায় কারা কর্তৃপক্ষের বেদখলে থাকা জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত মহামান্য হাই কোর্টে রিট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৩)নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান

	কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী :**চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা কারাগারের চারপাশে আরসিসি সীমানা প্রাচীর নির্মাণকাজ ৮০% সম্পন্ন হয়েছে। তবে বিজ্ঞ আদালতে চলমান মামলা নিষ্পত্তির প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসক-কে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। **বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম :** জেল সুপার, নোয়াখালী জেলা কারাগারকে নোয়াখালী জেলা কারাগারের জমি দখল রোধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, নোয়াখালী প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। **বিভাগীয় কমিশনার, রংপুরঃ** রংপুর কেন্দ্রীয় কারাগারের ০.৪১ একর জমি রংপুর সেনানিবাস কর্তৃক এবং ০.৫৯ একর জমি রংপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবৈধ দখলদারদের উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। **বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকাঃ** উচ্চ আদালতে বিচারাধীন রয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর জানিয়েছেন।	রোধে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; ৪)বিষয়টি দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	

<table>
<tr>
<td>ছ.</td>
<td>এল এ সংক্রান্ত মামলা দ্রুত নিষ্পত্তিকরণ; মুন্সিগঞ্জ জেলা কারাগারের জমির মালিকানা সংক্রান্তে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার ঢাকা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
<table>
<tr><th>ক্র.</th><th>কারাগারের নাম</th><th>মোট জমির পরিমাণ</th><th>যার নামে রেকর্ডভুক্ত ও জমির পরিমাণ</th><th>মামলার অবস্থা</th></tr>
<tr><td>১</td><td>মাদারীপুর জেলা কারাগার-২ (পুরাতন কারাগার)</td><td>৩.৬৮ একর</td><td>গণপূর্ত বিভাগ, মাদারীপুর (৩.৬৮ একর)</td><td>চলমান</td></tr>
<tr><td>২</td><td>মৌলভীবাজার জেলা কারাগার</td><td>৭.৬৬ একর</td><td>গণপূর্ত বিভাগ, মৌলভীবাজার (৭.৬৬ একর)</td><td></td></tr>
<tr><td>৩</td><td>চাঁদপুর জেলা কারাগার</td><td>৯.৫০ একর</td><td>গণপূর্ত বিভাগ, চাঁদপুর (১.৫০ একর)</td><td></td></tr>
<tr><td>৪</td><td>রাজশাহী কেন্দ্রীয় কারাগার</td><td>২.৪৫৫০ একর</td><td>পুলিশ বিভাগ রাজশাহী, (২.৪৪৫০একর)</td><td></td></tr>
<tr><td>৫</td><td>কিশোরগঞ্জ জেলা কারাগার-২ (পুরাতন কারাগার)</td><td>২.৭৩ একর</td><td>স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (২.৭৩ একর)</td><td></td></tr>
<tr><td>৬</td><td>শরীয়তপুর জেলা কারাগার</td><td>১১.৭৯ একর</td><td>জেলা প্রশাসক, শরীয়তপুর (১১.৭৯ একর)</td><td></td></tr>
<tr><td>৭</td><td>ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার</td><td>৬৭.৯৫ একর</td><td>জনৈক সংশের আলী গং (২৬.৪০ শতাংশ)</td><td></td></tr>
<tr><td>৮</td><td>খাগড়াছড়ি জেলা কারাগার</td><td>১৩.৫০ একর</td><td>১ নং খাসখতিয়ানভুক্ত (১১.৫৪ একর)</td><td></td></tr>
<tr><td>৯</td><td>কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার</td><td>৪৮.২৮৪ একর</td><td>জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা (১১.০০ একর)</td><td></td></tr>
</table>
</td>
<td>১)মুন্সীগঞ্জ জেলা কারাগারের জমির মালিকানা সংক্রান্তে দায়েরকৃত মামলা নম্বর-৫০৬/২০০৮ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা কর্তৃক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td>
<td>কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/কারা অনুবিভাগ প্রধান</td>
</tr>
</table>

জ.	**কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাসকরণ: সভায় কারা মহাপরিদর্শক জানান,** বাংলাদেশ পুলিশ হেড কোয়াটার্স থেকে জঙ্গি, শীর্ষ সন্ত্রাসী এবং গুরুতর অপরাধী বন্দির প্রকৃতিসম্বলিত তালিকা নিয়মিতভাবে প্রতিমাসে কারা অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়। উক্ত তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বন্দির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	১)কাস্টুডি ওয়ারেন্টে Risk Level উল্লেখপূর্বক কোর্ট ইন্সপেক্টরগণের সহযোগিতায় কারাবন্দিদের শ্রেণিবিন্যাস কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; ২)কারাগারে আটক শীর্ষ সন্ত্রাসী, জঙ্গি এবং গুরুত্বর অপরাধীদের আদালতে আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে আরো সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। ৩)যে সকল জঙ্গি চাঞ্চল্যকর মামলায় কারাগারে বন্দি আছে তাদেরকে বিভিন্ন সেলে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখার ব্যবস্থাসহ নিয়মিত নজরদারি অব্যাহত রাখতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ কারা অনুবিভাগ প্রধান
ঝ.	**কারা বন্দিদের চিকিৎসা সেবা প্রদানঃ** **কারা অধিদপ্তর :** বর্তমানে ১০৯ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন। কাশিমপুর ২০০ শয্যা বিশিষ্ট কারা হাসপাতালসহ সকল কারা হাসপাতালের শূন্যপদে জরুরিভিত্তিতে প্রেষণে চিকিৎসক পদায়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য কারা অধিদপ্তর হতে ০২.০৯.২০২১ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে পুনরায় পত্র প্রেরণ করেন। বর্তমান করোনা পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও স্থানীয় সিভিল সার্জন কর্তৃক সাময়িকভাবে সংযুক্ত ১০৪ জন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেষণে ৫ জন মোট ৯ জন চিকিৎসক বিভিন্ন কারাগারে কর্মরত রয়েছেন।	১)কারাবন্দিদের চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য চিকিৎসকের স্বল্পতা হেতু কোন কারাবন্দির চিকিৎসা প্রদানে যেন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় সে জন্য জরুরি চিকিৎসা প্রদানে হাসপাতালসমূহে কর্মরত ডাক্তারগণের মধ্য হতে কারাগারের জন্য ডাক্তার সুনির্দিষ্ট করে দিতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার
ঞ.	**কারাগার উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ :** ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারে ১০০ জন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বন্দি ব্যারাক নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং সেখানে বন্দি রাখা হচ্ছে। এতে বন্দিদের আবাসন সমস্যা কিছুটা লাঘব হয়েছে। এছাড়া কারাগারের তিতাস ভবনের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং মেঘনা বন্দি ব্যারাকের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণের কাজ চলমান রয়েছে।	১)ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা কারাগারের উর্ধ্বমূখী সম্প্রসারণ কার্যক্রমের গুণগতমান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পরিদর্শন করা এবং বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম কর্তৃক তা নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে;	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার

ট.	**নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারের ন্যায় অন্যান্য কারাগারেও অনুরূপ উৎপাদনমুখি কার্যক্রম চালুকরণঃ** • কারা অধিদপ্তর : নারায়ণগঞ্জ জেলা কারাগারে স্থাপিত রিজিলিয়ান্স' নামক গার্মেন্টস কারখানা ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্রের অনুরুপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ গার্মেন্টস কারখানার সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক দেশের অন্যান্য কেন্দ্রীয় এবং জেলা কারাগারে স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। দেশের অন্যান্য কারাগারগুলোতে এরূপ গার্মেন্টস কারখানা স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। • এতে কারাবন্দিদেরকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করা এবং উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের লভ্যাংশের ৫০ শতাংশ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে কারা পরবর্তী জীবনে সমাজে পূনর্বাসন করা সম্ভব হবে।	১) কেন্দ্রীয় ও জেলা কারাগারে 'রিজিলিয়ান্স-নারায়ণগঞ্জ জেলা কারা গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ও জামদানি উৎপাদন কেন্দ্র'-এর অনুরূপ অথবা সামঞ্জস্যপূর্ণ ট্রেড চালু করতে হবে।	কারা মহাপরিদর্শক/ বিভাগীয় কমিশনার

ঘ. ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

ক্র.	বিষয় ও আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
ক.	**দালাল কর্তৃক পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের হয়রানি বন্ধকরণ:** • মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। • বিষয়টিবিভাগীয় জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। • **বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে।	১)পাসপোর্ট অফিসের আশেপাশে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ও দালাল দ্বারা সেবা গ্রহীতার হয়রানি বন্ধ করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল)

খ.	**পাসপোর্ট প্রাপ্তির আবেদন;** • **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে প্রাপ্তির বিষয়টি স্ব স্ব জেলার আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে ৭০টি অফিসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ই-পাসপোর্ট সিস্টেমে পুলিশ তদন্ত প্রতিবেদন অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। • পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের পুলিশ প্রতিবেদন অনলাইনে এবং দ্রুত প্রাপ্তির বিষয়টি স্ব স্ব জেলার আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল বিভাগীয়/আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।বিষয়টিবিভাগীয় জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়েছে। • মিয়ানমারথেকে আগত রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যাতে পাসপোর্ট পেতে না পারে সে জন্য সকল বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসমুহের লোকাল সার্ভারের সাথে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের বায়োমেট্রিক ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কেউ রোহিঙ্গা হিসেবে শনাক্ত হলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট সোপর্দসহ জেলা প্রশাসন ও প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এছাড়া বিষয়টি আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভায় এজেন্ডাভুক্ত করে অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। • **বিভাগীয় কমিশনারগণ জানান,** নির্দেশনাটি অনুসরণ করা হচ্ছে।	১)Special Branch কর্তৃক সম্পাদিত পাসপোর্ট প্রত্যাশীদের প্রতিবেদন দ্রুত পাওয়ার লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক/বিভাগীয় কমিশনার কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করতে হবে; ২)মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকগণ যেন বাংলাদেশি পাসপোর্ট না পায় সে জন্য সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ বিভাগীয় কমিশনার(সকল
গ.	**পাসপোর্ট অফিস ভবন নির্মাণ:** **ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :** • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বাগেরহাটের নতুন ভবন নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান। • আঞ্চলিক পাসপোর্ট লক্ষীপুর-এর নতুন ভবন নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। দাপ্তরিক কার্যক্রম চলমান। • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধা-এর ভবন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। ১ম ও ২য় তলার ছাদ ঢালাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে। ৩য় তলায় সেন্টারিং এর কাজ চলছে। মহামান্য আদালতে দায়েরকৃত রীটের জবাব প্রদানের জন্য আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, অদ্যাবধি শুনানী শুরু হয়নি। • আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এর খাস জমির দীর্ঘমেয়াদী বন্দোবস্তের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ঠাকুরগাঁও জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সচিব, ভুমি মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে, বন্দোবস্ত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে কিছু তথ্যাদি চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক, ঠাকুরগাঁও থেকে তথ্যাদি প্রেরণের কার্যক্রম চলমান। টেন্ডার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। • **বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা :** বাগেরহাট জেলায় পাসপোর্ট অফিসের নিজস্ব ভবনের নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে। জুন, ২০২১ থেকে নতুন ভবনে অফিসিয়াল কার্যক্রম শুরু করা হবে মর্মে জেলা প্রশাসক, বাগেরহাট জনিয়েছেন।	১.আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বাগেরহাটের নির্মাণকাজ শীঘ্রই সম্পন্ন করত: উক্ত ভবনে কার্যক্রম শুরু করতে হবে। ২.আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধার নতুন ভবন নির্মাণের জন্য অধিকৃত জমি সংশ্লিষ্ট রিটের জবাব প্রদানসহ আনুসঙ্গিক বিষয়াদি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩.আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এর ভুমি অধিগ্রহণ জটিলতা নিরসনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/ সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার/ নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান

ঘ.	• **মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিকদের নিবন্ধন :** ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর: ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করে কোন রোহিঙ্গা যাতে পাসপোর্টের আবেদন করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার-কে অনুরোধ করা হয়েছে। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম : মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখতে এবং মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, কক্সবাজার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন। রোহিঙ্গা ক্যাম্প এলাকায় বিবেচ্যমাসে ৯টি অভিযান পরিচালনা করে ৬টি মামলা দায়ের এবং ৮,০০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।	১.মিয়ানমার থেকে আগত আশ্রয়প্রার্থী রোহিঙ্গা নাগরিক যাতে ক্যাম্প এলাকা ত্যাগ করতে না পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে; ২.মিয়ানমার হতে আগত রোহিঙ্গা আশ্রয়প্রার্থীগণের ক্যাম্পে মাদকবিরোধী কার্যক্রম প্রতিহত করার নিমিত্ত নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর/বিভাগীয় কমিশনার (সকল) /নিরাপত্তা ও ইমিগ্রেশন অনুবিভাগ প্রধান

৪। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি কর্তৃক সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মোঃ মোকাব্বির হোসেন
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০..০১৪.০৬.০০৭.১৭.২৩৪

তারিখ: ১৩ আশ্বিন ১৪২৮
২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) সকল কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২) বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা/রাজশাহী/সিলেট।/বরিশাল/ময়মনসিংহ/রংপুর/চট্টগ্রাম/ঢাকা
৩) অধিদপ্তর প্রধান (সকল), সুরক্ষা সেবা বিভাগ

মোঃ আবদুল কাদির
উপসচিব